সমকাল
12 AUG 2026

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এফটিএ করতে চায় বাংলাদেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

- ওয়েলিংটনে দেশটির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বৈঠক
- এলডিসি থেকে উত্তরণে তিন বছর সময় বাড়াতে সমর্থনের অনুরোধ

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে চায় বাংলাদেশ। একই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির জন্য ২০২৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত তিন বছর সময় পাওয়ার উদ্যোগে নিউজিল্যান্ডের সক্রিয় সমর্থন চেয়েছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তিতে (আরসিইপি) বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে গতকাল মঙ্গলবার দেশটির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (এমএফএটি) সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিষয়গুলো তুলে ধরে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল। বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈঠকে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির বাণিজ্য আলোচনা ও নীতি বিভাগের ব্যবস্থাপক সারা মেম্যান্ড এবং ইউনিট ব্যবস্থাপক জোনাস হোল্যান্ড। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ওয়েলিংটনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সেলর ইশতিয়াক আহমেদ ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতে বাংলাদেশ সরকার ও বাণিজ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা নিউজিল্যান্ডের কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কূটনীতিতে নিউজিল্যান্ডের ভূমিকার প্রশংসা করে দুই দেশের বিদ্যমান বাণিজ্যিক সম্পর্ককে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বে রূপ দেওয়ার একটি রূপরেখা তুলে ধরে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল।

বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তিতে (আরসিইপি) বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল জানায়, সদস্য পদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলির বিস্তারিত জবাব ইতোমধ্যে জমা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরসিইপির উচ্চমানের বাণিজ্য বিধিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম চলছে।

আরসিইপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিউজিল্যান্ডের নীতিগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ দেশটির সক্রিয় সমর্থন চেয়েছে। একই সঙ্গে সংবেদনশীল পণ্য ও শিল্প খাত সুরক্ষায় আসিয়ানভুক্ত এলডিসি দেশগুলোর মতো ১৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদি পর্যায়ক্রমিক শুল্ক নমনীয়তার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়।

বৈঠকে এলডিসি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের অতিরিক্ত তিন বছর সময় পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। ২০২৬ সালের নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে ২০২৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরণকাল বাড়ানোর আবেদনের পক্ষে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির প্রভাব তুলে ধরে নিউজিল্যান্ডের সমর্থন চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়, এলডিসি থেকে উত্তরণ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত করার কোনো অভিপ্রায় নেই। অতিরিক্ত সময়কে টেকসই ও সুসংগঠিত জাতীয় প্রস্তুতির সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে উত্তরণ-পরবর্তী অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করতে চায় সরকার। এ জন্য আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের আবেদনের প্রতি নিউজিল্যান্ডের সমর্থন চাওয়া হয়েছে।

এদিকে দুই দেশের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ এফটিএ সম্পাদনের বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পায়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৪তম মন্ত্রিপর্যায়ের সম্মেলন সামনে রেখে দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এফটিএ আলোচনার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায় বাংলাদেশ।

বৈঠকে বলা হয়, এফটিএ হলে নিউজিল্যান্ডের জন্য বাংলাদেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বাজারে দুগ্ধজাত পণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি ও ধাতব পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে। বিপরীতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত নিউজিল্যান্ডের বাজারে আরও স্থিতিশীল ও পূর্বানুমানযোগ্য প্রবেশাধিকার পেতে পারে।

ঢাকা।

বণিক বার্তা
12 AUG 2026

বন্ধ তিন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল চালু করতে চুক্তি, বিনিয়োগ হবে ৬১৯ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি পাটকল পুনরায় চালুর লক্ষ্যে বেসরকারি দুই প্রতিষ্ঠানের কাছে লিজ দিয়েছে সরকার। গতকাল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) সঙ্গে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ও হ্যামকো গ্রুপের এ-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর হয়। খবর বাসস।

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান শিপলু জানান, সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান, চুক্তি অনুযায়ী সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিলস লিমিটেড ও খুলনার স্টার জুট মিলস লিমিটেড লিজ নিয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। আর প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিমিটেড লিজ নিয়েছে হ্যামকো গ্রুপ।

চুক্তিতে বিজেএমসির পক্ষে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পক্ষে কোম্পানি সচিব আমিনুর রহমান এবং হ্যামকো গ্রুপের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটিএম মোস্তফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির আওতায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা তিনটি মিল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালু করা হবে। মিল তিনটি চালু হলে কমপক্ষে ১১ হাজার ৬২৯ জনের কর্মসংস্থান হবে। এতে প্রায় ৬১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য বার্ষিক টার্নওভার হবে প্রায় ১ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সিরাজগঞ্জের রায়পুরে জাতীয় জুট মিলে প্রায় ১৫৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। মিলটি চালু হলে ৫ হাজার ২৩৮ জনের কর্মসংস্থান হবে। এর বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা হতে পারে।

খুলনার দিঘলিয়ায় স্টার জুট মিলে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। মিলটি চালু হলে ৫ হাজার ২৩৮ জনের কর্মসংস্থান হবে। বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা টার্নওভারের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

অন্যদিকে খুলনার খালিশপুরে প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলে প্রায় ২১২ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। মিলটি চালু হলে কমপক্ষে ১ হাজার ১৫৩ জনের কর্মসংস্থান হবে। প্রতিষ্ঠানটির সম্ভাব্য বার্ষিক টার্নওভার লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিজেএমসির উৎপাদন বন্ধ থাকা ২৫ মিলের মধ্যে ২০টি ইজারার ভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ১৪ মিলের লিজ সম্পন্ন করে লিজগ্রহীতাদের কাছে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর মধ্যে নয়টিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম, বস্ত্র ও পাট সচিব শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীসহ বিজেএমসি ও লিজ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

> চুক্তির আওতায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা তিনটি মিল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালু করা হবে। মিল তিনটি চালু হলে কমপক্ষে ১১ হাজার ৬২৯ জনের কর্মসংস্থান হবে। এতে প্রায় ৬১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য বার্ষিক টার্নওভার হবে প্রায় ১ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা

বাংলাদেশে 'ভিসা'র প্রযুক্তি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভিসার একটি প্রযুক্তি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বা গ্লোবাল সার্ভিস সেন্টার বাংলাদেশে স্থাপনের জন্য ভিসার প্রতিনিধির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ভিসার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট স্টিফেন কার্পিন গতকাল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন এ কথা জানান।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশে ডিজিটাল আর্থিক সেবা ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বেসরকারি খাতের অংশীদারত্বকে স্বাগত জানান। তিনি বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতি, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভিসার মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময়ে স্টিফেন কার্পিন বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে ভিসার আগ্রহের কথা জানান। তিনি বাংলাদেশে ডিজিটাল আর্থিক সেবা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কাজ করার ব্যাপক সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন।

বৈঠকে কার্পিন বাংলাদেশে যেসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টধারী কার্ড ব্যবহারের আওতায় নেই, তাদের কার্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করতে এবং ডিজিটাল লেনদেনের পরিধি বাড়াতে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে ভিসার আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে আরো নিরাপদ, সহজ ও দ্রুত করার বিষয়েও ভিসা কাজ করতে চায় বলে জানান তিনি।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান এবং ভিসার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক

The Financial Express
12 AUG 2026

RMG needs market diversification

About 50 per cent of the country's total export earnings come from European countries. Garment exports to several European countries have declined by nearly 25.25 per cent. If this decline in garment exports persists, it could have an adverse impact on the overall economy.

The EU market is likely to become less dependent on imports as the global trend of cost-cutting continues amid the adverse effects of the US's new trade policy and geopolitical tensions surrounding Iran. Bangladesh should explore alternative markets to ensure the stable growth of the RMG sector. If we can develop markets for our readymade garments in various South American countries, it would not only diversify our export destinations but also help secure jobs in the sector.

At present, Bangladeshi garments enjoy a tariff advantage in the European market. India's recent free trade agreement with the EU is a concern for Bangladesh's export prospects. Under the agreement, India is set to receive duty-free access for 99.50 per cent of its products in the European market by 2027. As a result, our main export product, ready-made garments, is likely to face stiffer competition. On the one hand, Bangladesh is facing the pressure of LDC graduation; on the other, powerful competitors such as India and Vietnam are gaining greater duty-free market access. Taken together, these developments have placed the Bangladeshi RMG industry at a critical juncture.

The concern is that while India is largely self-sufficient in the production of cotton, yarn and machinery, Bangladesh remains dependent on imports. Needless to say, if India secures greater duty-free privileges, its production costs could fall and its competitiveness could increase significantly. Consequently, concern over a decline in our garment exports to Europe is not unfounded.

The garment industry is a vital sector of Bangladesh's economy. The potential of a more circular, or closed-loop, production system should be explored by sharing knowledge and experience among various stakeholders at home and abroad. If we fail to diversify our markets and strengthen the industry's competitiveness, the garment sector, often described as the backbone of our economy, could face serious challenges.

Dr. Md. Ruhul Amin
General Manager
Pubali Bank PLC.
ruhul_happy01@yahoo.com

The Financial Express
12 AUG 2026

Yarn, Fabrics & Accessories show begins tomorrow

The 13th Bangladesh Yarn, Fabrics & Accessories Show 2026 concurrent with Bangladesh TEXCHEM will begin at the International Convention City Bashundhara on Thursday.

The four-day International trade show will enable the RMG sector to source their requirements of yarn, fabric and garment accessories and textile chemicals from international suppliers, says a press release.

The show being organised by ASK Trade & Exhibitions Pvt Ltd will have participation from over 150 overseas companies along with Bangladesh companies showcasing their latest collection of yarn, fabrics & accessories, and chemicals.

Mohammad Hatem, President of the Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association, will be present as the chief guest at the inaugural event.

The event is targeted at the garment manufacturers and exporters, buying houses and fabric importers, yarn and fabric processors enabling them to source from overseas suppliers closer to their doorsteps.

Fabric sourcing being a dynamic activity, access to new innovation and new suppliers is always vital to the exporters and the international yarn, fabrics and accessories show concurrent with Bangladesh TEXCHEM show with a pavilion from CHEMEXCIL India is aimed at achieving this objective, said Tipu Sultan Bhuiyan, Managing Director of ASK Trade & Exhibitions Pvt Ltd.

The show is open to all business visitors in between 11am and 7pm.

The Business Standard
12 AUG 2026

BGMEA, LPP clarify invoice dispute, reaffirm sourcing partnership

RMG – BANGLADESH

TBS REPORT

Polish fashion retailer LPP SA has reaffirmed their commitment to maintaining a stable sourcing partnership in Bangladesh, and clarified that it is neither a debtor nor legally liable for the disputed obligations involving FES Retail.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Polish fashion retailer LPP SA issued a joint statement yesterday, clarifying the ongoing dispute over claims involving invoices of FES Retail.

In the statement, the two organisations said they share a common interest in ensuring legal certainty, protecting employees and maintaining stable business operations and future expansion in Bangladesh.

They clarified that the publicly discussed dispute concerns contractual and invoice-related claims involving two business entities, while LPP itself is neither a debtor nor legally liable for the disputed obligations.

LPP said it regularly settles all outstanding liabilities with its direct suppliers and business partners in Bangladesh I SEE PAGE 4 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 3

in accordance with the terms of its contracts.

BGMEA acknowledged LPP's position that any claims relating to such liabilities should be directed to the entities legally responsible for them.

At the same time, both sides recognised the commercial difficulties faced by the affected factories and agreed that negotiations to resolve the liabilities should be conducted with the legally responsible parties.

LPP said it would assist in facilitating constructive dialogue where necessary, while safeguarding its own legal position.

LPP also clarified that its recent review of certain sourcing activities in Bangladesh was primarily aimed at protecting its local employees, ensuring legal clarity and maintaining a stable, predictable and fair operating environment.

BGMEA and LPP further emphasised that disputes involving a limited number of third parties should not adversely affect the wider interests of Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector, including more than 350 manufacturers currently doing business with LPP.

They urged all parties to avoid generalised or misleading publicity that could harm other manufacturers, workers or the longstanding commercial relationship between LPP and Bangladesh.

As part of efforts to ensure a fair and orderly resolution, BGMEA said it would engage with relevant ministries, authorities and industry stakeholders to help ensure that LPP officials and employees are protected from improper harassment, pressure or unfounded legal complications.